সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৭০
WEEKLY BOOKLET: 470

আরবায়িনে আত্তার

পর্ব: ৪

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর
কলম মোবারকে লিখিত
৪০টি হাদীসে মোবারকা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖن ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

আরবায়িনে আত্তার
(পর্ব: ৪)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা **‘আরবাঈনে আত্তার (পর্ব: ৪)’** পাঠ করবে বা শুনবে, তাকে স্বপ্নে তোমার সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর দর্শন দান কর এবং তাকে ঈমানের সাথে মদিনায় মৃত্যু দান কর এবং তার পিতামাতা ও পরিবারসহ তাকে বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশের তৌফিক দান কর। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত ইমাম সাখাবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেছেন, দো-জাহানের সরদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার প্রতি একশ (১০০) টি রহমত নাযিল করেন। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশ (১০০) বার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার দু’চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি

কপটতা (মুনাফেকী) ও দোযখের আগুন থেকে মুক্ত এবং কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।” (আল-কাউলুল বাদী', পৃ: ২৩৩)

হায় সাব দোয়ায়োঁ সে বাড়হ কার দোয়া দরুদ ও সালাম,
কে দাফয়া কারতা হায় হার এক বালা দরুদ ও সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো দ্বীনের মাসআলা শেখা। (নাওয়াদিরুল উসুল, ১/১৬৯, হাদিস: ১১১)

হাদিসের ব্যাখ্যা: সকল জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়, এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান শেখার ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়া এবং সেগুলোর মধ্যে যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ সেটা অর্জনের জন্য মনোযোগ দেওয়া উচিত। আর সেটা হলো “ইলমে ফিকহ”, কারণ এটা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ হেদায়েত পায় এবং সেটা না জানার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, কারণ ইলমই মানুষকে ইবাদত এবং সেটার ফযিলতের উপর উৎসাহিত করে, অথচ কোন ইবাদতকারী যদি মাসায়িল না জানে যেটা ইবাদতকে সঠিক বা ভুল করে, তো হতে পারে সেটা শুরু থেকেই ইবাদত হয়নি। সুতরাং প্রত্যেক ইবাদত সংশ্লিষ্ট জরুরি মাসায়িল শেখা উচিত। (ফয়যুল কদীর, ৩/৬৪৮, হাদিস: ৪০৬৮)

(২) হারামের মাধ্যমে গঠিত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: হারামের মাধ্যমে গঠিত শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(মুসনদে বাযযার, ১/১০৫, হাদিস: ৪৩, মুসনদে আবি ইয়ালা, ১/৫৭, হাদিস: ৭৯)

ইমাম যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিস প্রসঙ্গে বলেন: ডাকাত, চোর, কমেডিয়েন, খিয়ানতকারী, পরিমাপে যে কম দেয়, ত্রুটিযুক্ত জিনিসের ত্রুটি প্রকাশ করে না এমন বিক্রেতা, জুয়া খেলোওয়াড়, সকলে এই হাদিসে পাকের আওতায় অন্তর্ভুক্ত। (আল কাবাইর লিযযাহাবী, পৃ: ১৩৬)

(৩) মসজিদের প্রতি ভালোবাসা

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَلِفَ الْمَسْجِدَ أَلِفَهُ اللهُ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মসজিদকে ভালোবাসে আল্লাহ পাক তাকে নিজের প্রিয় বানিয়ে নেন। (মু'জামু আউসাত, ৪/৪০০, হাদিস: ৬৩৮৩)

আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য যে ব্যক্তি (মসজিদে) ইতিকাফ, নামায, আল্লাহর যিকির বা দ্বীনের কথাবার্তা শিখা বা শেখানোর নিয়তে বসার অভ্যাসী হয় তবে আল্লাহ পাক তাকে স্বীয় রহমতের ছাঁয়ায় এবং স্বীয় বিশেষ হেফাযতের আশ্রয়ে রাখেন। (ফয়যুল ক্বদীর, ৬/১১২, হাদিস: ৮৫২৪)

(৪) দয়া করা হয় না

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَنْ لَّا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ অর্থাৎ যে দয়া করে না তার উপরও দয়া করা হয় না।

(বুখারী, ৪/১০৩, হাদিস: ৬০১৩। ৪/১০০, হাদিস: ৫৯৯৭)

হাদিসের ব্যাখ্যা: যার অন্তরে দয়া নেই তার উপর আল্লাহ পাকও দয়া করেন না। (মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৩৫৫)

(৫) রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُرَدُّ دَعْوَةُ الْمَرِيْضِ حَتّٰى يَبْرَأَ

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ না হয়, তার কোন দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সুস্থ হয়ে যাবে বা তার ইন্তেকাল হয়ে যাবে।)

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৫/৩১, হাদিসের পাদটীকা: ২৬৬০) (মাওসুয়া ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/২৪৩, হাদিস: ৭০)

(৬) শয়তান থেকে হেফাযতের দোয়া

اِذَا اَخَذَ اَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতের বেলায় নিজের বিছানায় যায় তবে সে যেন এটা বলে নেয় بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ। (মু'জামু কবীর, ২/১৭৬, হাদিস: ১৭২২)

(৭) সারা বছর নিরাপদ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার রমযান নিরাপদের সাথে অতিবাহিত হয়, তার সারা বছর নিরাপদের সাথে অতিবাহিত হয়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৪০, হাদিস: ৩৭০৮)

হাদিসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ যার রমযান মাস গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে অতিবাহিত হয়েছে, সে সারা বছর গুনাহের) পাকড়াও থেকে নিরাপদ থাকবে, কারণ আল্লাহ পাক প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য এমন একদিন বানিয়েছেন যাতে সে আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য অবসর হয়, অতঃপর জুমার দিন আমাদের ইবাদতের দিন, যেভাবে রমযানুল কারীমের মাস অন্যান্য মাসের মধ্যে ইবাদতের মাস। আর জুমা মুবারকের মধ্যে দোয়া কবুলিয়্যতের সময়, অনুরূপভাবে রমযানুল কারীমের মধ্যে লাইলাতুল কদরের রাতে দোয়া কবুলের সময়, সুতরাং যে জুমার দিন গুনাহ থেকে বাঁচলো সে সারাদিন গুনাহ থেকে নিরাপদ রইলো। আর যে রমযানুল কারীমে গুনাহ থেকে বাঁচলো সে সারা বছর গুনাহ থেকে নিরাপদ রইলো।

(আত তাইসীর বি শরহে আল জামেউস সগীর, ১/১০৬)

(৮) মসজিদে কুবাতে নামায

اَلصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মসজিদে কুবাতে নামায পড়া এক ওমরার সাওয়াবের সমান। (তিরমিযী, ১/৩৪৮, হাদিস: ৩২৪)

(৯) পেরশানী দূর করার ব্যবস্থাপত্র

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسْمَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دَعْوَتَهُ وَيُفَرِّجَ كُرْبَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا وَلْيَدَعْ لَهُ. وَمَنْ سَرَّهُ اَنْ يُظِلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَجْعَلَهُ فِيْ ظِلِّهِ فَلَا يَكُوْنَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ غَلِيْظاً وَلْيَكُنْ بِهِمْ رَحِيْماً

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যার পছন্দ হয় যে, আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের পেরেশানী দূর হবে, তবে সে যেন দরিদ্র ব্যক্তির দেখাশোনা করে বা তাকে সাহায্য করে। আর যে চাই যে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে তাঁর স্বীয় রহমতের ছাঁয়ায় জায়গা দান করুক তবে সে যেন মুসলমানদের প্রতি কঠোরতা না করে বরং নম্রতা প্রদর্শন করবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৫৩৭, হাদিস: ১১২৬০। হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/১৪৮, হাদিস: ৬৬৪৬)

হাদিসের ব্যাখ্যা: যে বান্দা চায় যে, তার দোয়া কবুল করা হোক এবং তার পেরেশানী দূর করা হোক, তবে তার উচিত যে, সে কোন দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে সুযোগ দিয়ে বা ঋণ আদায় করে বা ঋণ মাফ করে বা তার সুপারিশ করে বা ঋণ আদায়ে বিলম্ব করে প্রশস্ততার পথ সুগম করবে। আর এই রেওয়ায়েতে দরিদ্র ঋণগ্রস্তের জন্য সহজতা সৃষ্টি করার মহান ফযিলত রয়েছে। এর প্রতি উৎসাহ দিতে এবং এর প্রতি প্ররোচিত করতে যে বর্ণনা রয়েছে তা কারো কাছে গোপন নয়। **(ফয়যুল ক্বদীর, ৬/৬৬, হাদিসের পাদটীকা: ৮৩৯০)**

(১০) সত্য মুক্তি দেয়

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِيْ নিশ্চয় সত্য মুক্তি দেয়। (জামেউস সগীর, পৃ: ২৫৭, হাদিস: ৪২১২)

হাদিসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ সত্যতার মধ্যে মুক্তি রয়েছে যদিও মানুষ এটা মনে করে যে, তার মধ্যে ক্ষতি রয়েছে, সুতরাং যখন তুমি তোমার অন্তরের মধ্যে কোন জিনিসের ব্যাপারে সন্দেহ পাও তবে সেটা বর্জন করো, কারণ কামিল মুমিন ওই সত্যতার মধ্যে পরিতৃপ্ত হয়ে যায়, যেখানে ধ্বংস থেকে মুক্তি হয় এবং মিথ্যার মাধ্যমে সংশয় তৈরি হয়।

(ফয়যুল ক্বদীর, ৩/৭০৫-৭০৬, হাদিসের পাদটীকা: ৪২১২)

(১১) উপার্জনের কষ্টের একটি কারণ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم «اِنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ ذُنُوْبًا لَا تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَلَا الصِّيَامُ وَلَا الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ» قَالُوْا: فَمَا يُكَفِّرُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «اَلْهُمُوْمُ فِيْ طَلَبِ الْمَعِيْشَةِ»

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: গুনাহের মধ্যে কিছু গুনাহ এমন, যেগুলোকে রিযিক উপার্জনের ক্ষেত্রে আসা দুঃখ কষ্টই মোচন করতে পারে। (মু'জামু আউসাত, ১/৪২, হাদিস: ১০২)

হাদিসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ কিছু গুনাহ এমন যেগুলোকে না তো ফরয ও নফল নামায মোচন করতে পারে আর না ফরয ও নফল রোযা মোচন করতে পারে এবং না হজ্ব ও ওমরা মোচন করতে পারে। আর যাকাতের কথা এই জন্যই উল্লেখ করা হয়নি, কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো অতঃপর ওই

গুনাহসমূহকে কোন জিনিসটি মোচন করতে পারে? তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সেগুলো হালাল রিযিক অন্বেষণে আসা দুঃখ কষ্টই মোচন করতে পারে।

(১২) ঈমানের হাকিকত (সত্যতার) প্রাপ্য কে?

اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا اَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বান্দা ওই সময় পর্যন্ত ঈমানের সত্যতা পেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে এটা না বুঝে নেয় যে, যা কিছু তার উপর অতিবাহিত হয়েছিল সেটা অতিবাহিত হওয়ার জন্যই ছিল।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪৫/৪৮২, হাদিস: ২৭৪৯০)

হাদিসের ব্যাখ্যা: প্রত্যেক জিনিসের একটি বাস্তবতা অর্থাৎ মূল রয়েছে। আর কোন বান্দা ঈমানের সত্যতায় ওই সময় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই কথার অকাট্য জ্ঞান অর্জন করে না নেয় যে, তাকদীরের পক্ষ থেকে যা কিছু সে পেয়েছে সেটা থেকে সে কখনোই বঞ্চিত হতে পারে না, সে অবশ্যই সেটা পাবে। আর সেখান থেকে সব কিছুই সে ছাড়া অন্য কেউ পেতে পারে না। আর তাকদীরের পক্ষ থেকে যা কিছু সে পায়নি, সেটা কখনোই সে পেতো না, চায় সে সেটা পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টাই করুক না কেন, কারণ এটা প্রকাশ হয়ে গেছে যে, সেটা তার ভাগ্যে ছিল না, এবং এটা সেই পাবে যার ভাগ্যে এটা লেখা হয়েছে।

(ফয়যুল ক্বদীর, ২/৬৪৬-৬৪৭, হাদিস: ২৪১৭)

(১৩) আকাঙ্ক্ষার জিনিস খাওয়ানোর সাওয়াব

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ اَطْعَمَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ شَهْوَتَهُ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে তার মুসলমান ভাইকে তার আগ্রহের জিনিস খাওয়াবে আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৩/২২২, হাদিস: ৩৩৮২)

হাদিসের ব্যাখ্যা: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সদা সর্বদা থাকা ওই আগুন যেটা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, কারণ এমন হাদিস বিদ্যমান রয়েছে যা এই কথার প্রমাণ করে যে, গুনাহগারদের একটি দলকেও আযাব দেওয়া হবে।" (ফয়যুল ক্বদীর, ৬/৯২, হাদিসের পাদটীকা: ৮৪৬৫)

(১৪) ইলমের উপর যারা আমল করে না তাদের জন্য ধ্বংস

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ عَلِمَ ثُمَّ لَا يَعْمَلُ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে ইলম অর্জন করে না, এবং ওই ব্যক্তির জন্যও ধ্বংস যে ইলম অর্জন করে কিন্তু তার উপর আমল করে না।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/১১৯, হাদিস: ৪৯৬৭। কানযুল উম্মাল, ৫/৮৬, হাদিস: ২৯০৩৬)

হাদিসের ব্যাখ্যা: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কথাটি তিনবার ইরশাদ করেছেন। এজন্য যে সে ইলমে এই কারণে ব্যস্ত যে, এর মাধ্যমে ওলামায়ে কেরামের মাহফিলে স্থান করে নিবে, এবং নিজের যুগে এবং সমপর্যায়ের লোকদের উপর মর্যাদা অর্জন করবে, অথবা বাদশাহর দরবারে

নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং ইলমের মাধ্যমে সরকারের পদ পদবী টাকা পয়সা ইত্যাদি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে, সুতরাং এর চেয়ে অজ্ঞতা অনেক ভালো কারণ শয়তান তাকে প্রতারিত করেছে, এবং তাকে তার (জান্নাতি) ঠিকানা এবং ফিরে আসার জায়গা (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের হিসাব) থেকে উদাসীন করে দিয়েছে। **(ফয়যুল ক্বদীর, ৬/৪৭৯-৪৮০, হাদিসের পাদটীকা: ৯৬৫৬)**

(১৫) সন্তানকে উত্তম লালন-পালনের সাওয়াব

عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ رَبَّى صَغِيْرًا حَتّٰى يَقُوْلَ:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَمْ يُحَاسِبْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ»

উম্মুল মুমিনীন হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বর্ণনা করছেন যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) কোনো সন্তানকে লালন পালন করলো এমনকি সে لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الله বলতে লাগলো তবে আল্লাহ পাক সেই লালন-পালনকারীর কাছ থেকে কোন হিসাব নিবেন না।

(মু'জামু আউসাত, ৩/৩৭০, হাদিস: ৪৮৬৫)

হাদিসের ব্যাখ্যা: صغير শব্দটি নিজের সন্তান, অন্যের সন্তান, এতিম এবং এতিম নয় সবার জন্য প্রযোজ্য। আর এটা এই কারণে যে, প্রত্যেক সন্তান ইসলামের ফিতরতের উপরই জন্মগ্রহণ করে, যেমনটি হাদিসে পাকে এসেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্তানের লালন-পালন আসল ফিতরত অর্থাৎ (ইসলাম) অনুসারে করলো, এমনকি সে বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেলো এবং ঈমানের সাক্ষী দিলো, তবে তাকে সাধারণত কোন হিসাব ছাড়াই জান্নাতে

প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে। আর এও অর্থ হতে পারে যে, “বিনা হিসাব” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সহজ হিসাব। **(ফয়যুল ক্বদীর, ৬/১৭৪-১৭৫, হাদিসঃ ৮৬৯৬)**

(১৬) জালেমকে সাহায্য করার ক্ষতি

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ اَعَانَ ظَالِمًا عَلٰى ظُلْمِهٖ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلٰى وَجْهِهٖ مَكْتُوْبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি কোন জালিমকে তার জুলুমের ক্ষেত্রে সাহায্য করলো, সে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় আসবে যে, তার কপালে লিখা থাকবেঃ آيِسٌ مِّنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত। **(মুসনদিল ফিরদৌস, ২/২৯৭, হাদিসঃ ৬২৩২)**

হাদিসের ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে তার উভয় চোখের সামনে লিখিত এই ভয়ানক চিহ্ন সহকারে অপদস্ত ও অপমান করবেন। (জালিমের জুলুমের শাস্তির মধ্যে হতে) এই রেওয়ায়েত হতে অধিক ভয়ানক শাস্তি দেখানো হয়নি।

(শরহুত তীবি আলাল মিশকাত, ৭/৮০, হাদিসঃ ৩৪৮৪)

(১৭) ভালো বন্ধু কে?

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ جُلَسَائِكُمْ؟ مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِيْ عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ “ভালো সঙ্গী (সাথী, বন্ধু) হলো সেই, যাকে দেখলে তোমার আল্লাহর কথা স্মরণে আসে এবং তাঁর

কথার মাধ্যমে তোমার আমলের মধ্যে বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর আমল তোমাকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।”

(মাউসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল আউলিয়া, ২/৩৯৩, হাদিস: ২৫)

“নিশ্চয় যখন মানুষ আল্লাহ ওয়ালাদের মধ্যে হতে কাউকে দেখে তবে তার আখিরাতে কথা স্মরণ এসে যায় এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করতে থাকে, সুতরাং আমলদার আলিম এবং সত্যিকার আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ দের দেখা এক সর্বোত্তম চিকিৎসা। যখন মানুষ তাঁদের মধ্যে হতে কারো আমল দেখে তবে তাঁর দৃষ্টির মাধ্যমে তার আখিরাতকে সর্বোত্তম করার চেষ্টা এবং তার আল্লাহ পাকের নেয়ামতের হকদার হওয়ার কথা জেনে নেয়, তাই তার অন্তরে (ওই নেককার ব্যক্তির প্রতি) ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়, এরপর সে ওই (নেককার ব্যক্তির) নেক কাজের মতো নেকী করতে থাকে, তখন সেও কল্যাণ প্রাপ্তদের (অর্থাৎ সফল হওয়া ব্যক্তিদের) মধ্যে শামিল হয়ে যায়। এই কারণে নেককার লোকদের সংস্পর্শেও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কারণ এরা হলো ওই সকল নেককার লোক, তাঁদের পাশে বসা ব্যক্তিও দূর্ভাগা থাকে না। (ফয়যুল ক্বদীর, ৩/৬৪৭, হাদিস: ৪০৬৩)

(১৮) হেলান দিয়ে খাবার খাওয়া

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا اٰكُلُ مُتَّكِئًا আমি হেলান দিয়ে খাবার খাই না। (সহীহ বুখারী, ৩/৫২৮, হাদিস: ৫৩৯৮)

হাদিসের ব্যাখ্যা: এও অর্থ হতে পারে যে, এই হাদিসে পাকে الاتكاء (হেলান) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষ তার পিঠকে কোন জিনিসের সাথে

লাগিয়ে বা এক হাত জমিনের উপর রেখে তার উপর হেলান দিয়ে বা জমিনের উপর হেলান দিয়ে একেবারে সোজা হয়ে বসা, খাবারের সময় এই সকল পদ্ধতি নিষেধ, কারণ এগুলোতে অহংকার পাওয়া যায়।

(মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, ৪/৫০২, হাদিস: ৩১৯৭)

(১৯) অন্যের জন্য হালাল নয়

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন মুসলমানের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্যের জন্য হালাল নয়।

(মুসনদে আবি ইয়া'লা, ২/৯১, হাদিস: ১৫৬৭)

হাদিসের ব্যাখ্যা: এই মহান ফরমানটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম নম্র অন্তর এবং সাহায্য করার নিমিত্তেই, না তো এটা মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয) করার জন্য যে, কোন ব্যক্তি তার বন্ধুর সম্পদকে হাতিয়ে নিয়ে তার আপন মালিকনায় নিয়ে নিবে। (ই'লামুল হাদিস শরহে সহীহুল বুখারী, ২/১২২৯, হাদিসের পাদটীকা: ২৪৬৩, জামেয়া উম্মুল কুরা মক্কাতুল মুকাররমা, ১৪২৯ হি:)

(২০) অন্ধদের জন্য সুসংবাদ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَا ابْتُلِيَ عَبْدٌ بَعْدَ ذَهَابِ دِيْنِهٖ بِأَشَدَّ مِنْ بَصَرِهٖ، وَمَنْ ابْتُلِيَ بِبَصَرِهٖ فَصَبَرَ حَتّٰى يَلْقَى اللهَ لَقِيَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দ্বীন চলে যাওয়ার পর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা যেটাতে বান্দাকে পতিত করা হবে সেটা হলো অন্ধত্ব

অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়া। অতঃপর যে ধৈর্যধারণ করল এমনকি ওই অবস্থায় আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য পেল তবে তার উপর কোন হিসাব হবে না। **(মুসনদে বায্যার, ১০/২৪৪, হাদিস: ৪৩৪২)**

اِنَّ فَقْدَ اِحْدَى الْعَيْنَيْنِ فِيْهِ الْجَنَّةُ

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: কিছু রেওয়ায়েতে একটি চোখের জ্যোতি চলে যাওয়ার ফযিলতও এসেছে।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৪/২৮, হাদিসের পাদটীকা: ১৫৪৯)

এটাও বলা হয়েছে যে, মানুষের শরীরে এটা (অর্থাৎ এক বা উভয়ই চোখের আলো থেকে বঞ্চিত হওয়া) সবচেয়ে বড় মুসিবত, বলা হয়ে থাকে যে, অন্ধ ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির মতো জমিনের উপর চলাফেরা করে।

(২১) প্রতিদিন পাঁচটি হজ্বের সাওয়াব

مَنْ خَرَجَ عَلَى طُهْرٍ لَا يُرِيْدُ اِلَّا مَسْجِدِيْ هٰذَا يُرِيْدُ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ لِيُصَلِّيَ فِيْهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ حَجَّةٍ

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি অযু করে আমার মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হলো এটা তার জন্য একটি হজ্বের সমান।

(তারিখে বুখারী ৮/৩৭৯, দায়েরাতুল মায়ারিফুল উসমানিয়া হায়দারাবাদ হিন্দ) (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪৯৯, হাদিস: ৪১৯১)

(২২) انما بعثت معلما (আমাকে শিক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে)

নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: انما بعثت معلما অর্থাৎ (আমাকে শিক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে)। (ইবনে মাজাহ, ১/১৫০, হাদিস: ২২৯)

(২৩) ফরযের পর সবচেয়ে উত্তম আমল

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ اِدْخَالُ السُّرُوْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের নিকট ফরয আদায়ের পর সবচেয়ে উত্তম আমল হলো মুসলমানদের অন্তরে আনন্দ দেওয়া। (মু'জামু কবীর, ১১/৫৯, হাদিস: ১১০৭৯)

হাদিসের ব্যাখ্যা: এইভাবে আপনি প্রত্যেক ওই কাজ করুন (যা শরীয়ত অনুমতি দেয়, যাতে এর দ্বারা মুসলমানের অন্তর খুশি হয়ে যায়, যেমন: কোন নেয়ামত প্রাপ্তি বা কোন মুসিবত দূর হয়ে যাওয়া বা কোন দুঃখ দূর হয়ে যাওয়া বা কোন অসহায়ের সাহায্য করা বা এই ধরনের অন্য কোন আনন্দ পৌঁছিয়ে সুসংবাদ দিন। (ফয়যুল ক্বদীর শরহে জামেউস সগীর, ১/২১৬, হাদিস: ২০০)

(২৪) হাত মিলানোর ক্ষেত্রে আগে অগ্রসর হওয়া ব্যক্তির সাওয়াব

قَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا تَصَافَحَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمَا مِائَةُ رَحْمَةٍ، لِلْبَادِي مِنْهُمَا تِسْعُوْنَ وَلِلْمُصَافِحِ عَشَرَةٌ

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দুইজন মুসলমান যখন হাত মিলায় তখন আল্লাহ পাকের ১০০টি রহমত বর্ষণ হয়, ৯০টি রহমত হাত মিলানোর ক্ষেত্রে প্রথমে হাত বাড়ানো ব্যক্তির উপর আর ১০টি অপর জনের উপর। (মুসনদে বায্যার, ১/৪৩৭, হাদিস: ৩০৮)

হাদিসের ব্যাখ্যা: কেননা মুমিনের উপর ঈমানের আলামত ও সম্মান এবং ইসলামের আলো উজ্জল থাকে। অতঃপর এতদুভয়ে যে উত্তম চরিত্রে যতটা উত্তম হবে সে ঈমানের মর্যাদাকে ততটাই বেশি অনুধাবন করতে পারবে। আর এতদুভয়ে যে আল্লাহ পাক থেকে যতটা উদাসীন হবে, সে আল্লাহ পাকের ওই সকল ইহসান থেকে ততটাই উদাসীন হবে যা তিনি এতদুভয়ের উপর রেখেছেন। আর এই কারণেও মুমিন তার প্রতিপালকের দিকে আগ্রহের কারণে তার সাক্ষাতের পিপাসু থাকে। অতঃপর যখন সে কোন মুমিনকে দেখে তখন তার রুহ (তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের জন্য) তরতাজা হয়ে যায় এবং তার অন্তর তার প্রতিপালকের নিদর্শনের (অর্থাৎ ঈমানের আলামত) প্রশান্তি দ্বারা মুচকি হেসে উঠে যা সে অন্য (কোন মুমিনের মধ্যে) পায়। অতঃপর সে তার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করে, সুতরাং সে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার জন্য যে অংশ (অর্থাৎ পুরস্কার) রয়েছে সেটির কারণে সে আল্লাহ পাকের দরবারে অধিক প্রিয় হয়ে যায়।

(ফয়যুল ক্বদীর শরহে জামেউস সগীর, ১/৩৮৬-৩৮৭, হাদিসের ব্যাখ্যা: ৪৮৬)

(২৫) দোষারোপ করা

اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَمٰى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللّٰهُ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মুসলমানকে কোন কথা বলে, সেটার উদ্দেশ্য হলো দোষারোপ করা, আল্লাহ পাক তাকে পুলসিরাতে থামিয়ে দিবেন যতক্ষণ না সে ওই জিনিস থেকে বের হয় যা সে বলেছিলো। **(আবু দাউদ ৪/৩৫৫, হাদিস: ৪৮৮৩)**

হাদিসের ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অবস্থার তল্লাশী লাগালো যাতে তার দোষ প্রকাশ পায় এবং তাকে লজ্জিত করে, তবে আল্লাহ পাক তাকে পুলসিরাতে থামিয়ে দিবেন যতক্ষণ না তার বিরোধিকে অর্থাৎ যার দোষ অন্বেষণ করেছিলো, তাকে রাজি করে না নেয় বা আযাব পেয়ে তার গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। **(আল মাফাতিহ ফি শরহিল মাসাবীহ, ৫/২৪২, হাদিস: ৩৯২৬)**

(২৬) নেককারদের আলোচনা করার ফযিলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ذِكْرُ الصّٰلِحِيْنَ كَفَّارَةٌ অর্থাৎ নেককার বান্দাদের আলোচনা করা গুনাহের কাফফারা অর্থাৎ গুনাহ মোচনকারী। **(আল গারিবুল মুলতাকাতা মিন মুসনদিল ফিরদৌসি যাহরিল ফিরদৌস, ৪/৫৩৭, হাদিস: ১৫৮৫। জামেউস সগীর, পৃ: ২৬৪, হাদিস: ৪৩৩১)**

হাদিসের ব্যাখ্যা: এমন নেককার লোক যিনি আল্লাহ পাক এবং মাখলুকের হক আদায়কারী হয়, তার আলোচনা করা সগীরা (অর্থাৎ ছোট গুনাহ মোচনকারী।

(ফয়যুল কদীর, ৩/৭৫৫, হাদিসের পাদটীকা: ৪৩৩১। আস সীরাজুম মুনির শরহে জামেউস সগীর, ৩/১৬৯)

(২৭) কথা বলার আগে সালাম

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلسَّلَامُ قَبۡلَ الۡكَلَامِ অর্থাৎ কথা বলার পূর্বে সালাম। (তিরমিযী, ৫/১৪, হাদিস: ২৮৯৫)

হাদিসের ব্যাখ্যা: যে কোন কথা বলার পূর্বে সালাম দেওয়া সুন্নাত এবং এর উপর হাদিসে মুবারাকা এবং সকল বুযুর্গানে দ্বীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর ধারাবাহিকতা প্রসিদ্ধ আমল।

(২৮)

قَالَ رَسُوۡلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ : مَنۡ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى شَرۡبَةٍ مِنۡ مَاءٍ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنۡ حَوۡضِيۡ شَرۡبَةً لَا يَظۡمَأُ حَتّٰى يَدۡخُلَ الۡجَنَّةَ

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে রোযাদারকে পানি পান করাবে আল্লাহ পাক তাকে আমার হাউজ থেকে পানি পান করাবেন, (আর সে) জান্নাতে প্রবেশ হওয়া পর্যন্ত পিপাসার্ত হবে না। (মাউসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/৩৭১, হাদিস: ৪১। সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩/১৯১, হাদিস: ১৭৮৭)

(২৯) ঘুষের লেনদেন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ

عَنۡ عَبۡدِ اللهِ بۡنِ عَمۡرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنۡهُ قَالَ: قَالَ رَسُوۡلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ: اَلرَّاشِيۡ وَالۡمُرۡتَشِيۡ فِي النَّارِ

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلرَّاشِيۡ وَالۡمُرۡتَشِيۡ فِي النَّارِ অর্থাৎ ঘুষদাতা এবং গ্রহীতা (উভয়ে) জাহান্নামী। (মুসনদে বাযযার, ৩/২৪৭, হাদিস: ১০৩৭)

হাদিসের ব্যাখ্যা: ইমাম খাত্তাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (ঘুষদাতা ও গ্রহীতা) উভয়ই শাস্তি ওই সময় পাবে যখন উভয়ই উদ্দেশ্যে সমান অংশীদার হয়। ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন ঘুষ নেওয়া সাধারণত কবীরা গুনাহ, ঘুষ গ্রহীতা হারাম ভক্ষণকারী এবং জাহান্নামের কঠিন আযাবের অধিকারী। নিজে নিজের পক্ষ থেকে জুলুম দূর করার জন্য অপারগ হয়ে দিলে এতে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু নিজের হক নেওয়ার জন্য দেওয়া হারাম এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী। অন্য কারো হক ছিনিয়ে নিতে বা অন্য কোনভাবে জুলুম করার জন্য দিলে তো মারাত্মক হারাম এবং আল্লাহ পাকের মারাত্মক অসন্তুষ্টি এবং শাস্তির উপযুক্ত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৮ খন্ড, ৪৭০ পৃ:)

(৩০) মুসলমানের সম্মান রক্ষা করার ফযিলত

اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَّرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে তার আপন মুসলমান ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করলো আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। (মুসনদে আহমদ বিন হাম্বল, ১০/৪২৮, হাদিস: ২৭৬০৬)

(৩১) দরিদ্রতার রুহানী চিকিৎসা

«عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ كَانَ لَهُ أَمَانًا مِنَ الْفَقْرِ وَأُنْساً فِيْ وَحْشَةِ الْقُبُوْرِ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০বার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْن পড়বে, সে দুনিয়াতে অভাব (অর্থাৎ দরিদ্রতা ও অভাব) থেকে বেঁচে থাকবে। সে কবরে ভয় পাবে না এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে।

(শরহুস সুদুর (উর্দু) পৃ: ২৮৫) (শরহুস সুদুর বিশরহে হালিল মাউতা ওয়াল কুবুর, পৃ: ১৫৮)

(৩২) ৭৫ হাজার ফেরেশতার ছাঁয়া

مَنْ مَشَى فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ أَظَلَّهُ اللهُ تَعَالٰى بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَدْعُوْنَ لَهُ، وَلَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتّٰى يَفْرُغَ، فَإِذَا فَرَغَ كَتَبَ اللهُ لَهُ حَجَّةً وَعُمْرَةً

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য যায় আল্লাহ পাক ৭৫হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে তার উপর ছাঁয়া দান করেন, যারা তার জন্য দোয়া করে। তারা পৃথক হওয়া পর্যন্ত রহমতে আবৃত থাকে আর যখন পৃথক হয় তখন আল্লাহ পাক তার জন্য হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব লিখে দেন।

(মু'জামু আউসাত, ৩/২২২, হাদিস: ৪৩৯৬)

(৩৩) কুরবানীর সাওয়াব

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ ضَحَّى طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، مُحْتَسِبًا لِأُضْحِيَّتِهِ؛ كَانَتْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি খুশি মনে সাওয়াবের আশায় কুরবানী করলো সেটা (তার জন্য) জাহান্নামের আগুন থেকে হিজাব (প্রতিবন্ধক) হয়ে যাবে। **(মু'জামু কবীর, ৩/৮৪, হাদিস: ২৭৩৬)**

(৩৪) নামাযীর কালেমা নসীব হলো

فَمَنْ كَانَ يُحَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ دَنَا مِنْهُ الْمَلَكُ وَدَفَعَ عَنْهُ الشَّيْطَانَ، وَيُلَقِّنُهُ الْمَلَكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، وَذٰلِكَ الْحَالُ الْعَظِيْمُ.

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ধারাবাহিক নামায আদায় করে মৃত্যুর সময় ফেরেশতা তার নিকটে এসে তার থেকে শয়তানকে দূরে ভাগিয়ে দেয় এবং তাকে কালেমায়ে তায়্যিবা পড়ায়।

(মু'জামু কবীর, ৪/২২০, হাদিস: ৪১৮৮)

(৩৫) মাগফিরাতের কারণ

إِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلُ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সালাম ব্যাপক করা এবং ভালো কথাবার্তা বলা মাগফিরাতের কারণ।

(মু'জামু কবীর, ২২/১৮০, হাদিস: ৪৬৯)

(৩৬) মা-বাবার পায়ের নিচে জান্নাত

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَلَكَ وَالِدَانِ» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:

«اِلْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا

রাসূলে খোদা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে ইরশাদ করলেন: মা-বাবার খেদমতকে আবশ্যক করে নাও, জান্নাত তাঁদের পায়ের নিচে।

(মু'জামু কবীর, ২/১৮৯, হাদিস: ২২০২)

(৩৭) ভালো নিয়তের সাওয়াব

اَلنِّيَّةُ الْحَسَنَةُ تُدْخِلُ صَاحِبَهَا الْجَنَّةَ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (সাওয়াব বৃদ্ধির উপায়, পৃ: ১) (ফিরদৌসিল আখবার, ২/৩৭৭, হাদিস: ৭১৪৬)

(৩৮) আত্মীয়-স্বজনদের মানিয়ে রাখুন

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

আখেরী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আত্মীয়তার বন্ধন কাটা (অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী) জান্নাতে যাবে না।"

(মুসলিম, পৃ: ১০৬২, হাদিস: ৬৫২০)

হাদিসের ব্যাখ্যা: আহলে সুন্নাতের মতে এর অর্থ হলো এটাই যে, যদি আল্লাহ পাক তার উপর ওই ভীতি আরোপ করেন তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কারণ নাফরমান মুসলমানের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের

ভীতির ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের ইজমা হলো, আল্লাহ পাক চাইলে তাকে আযাব দিবেন, চাইলে ক্ষমা করে দিবেন এটা তাঁর ইচ্ছা।

(শরহে সহীহুল বুখারী লি ইবনে বত্তাল, ৯/২০৩)

(৩৯)

اَلدَّيْنَ شَيْنُ الدِّيْنِ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কর্জ দ্বীনের দোষ"।

(মুসনদে শিহাব, ১/৫৩, হাদিস: ৩১)

হাদিসের ব্যাখ্যা: কারণ এতে তৎক্ষণাৎ অপমান এবং ভবিষ্যতে ওয়াদা ভঙ্গের ভয় রয়েছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ২/৭৫২)

(৪০)

مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيْهِ نَظْرَةً لَيْسَ فِيْ قَلْبِهِ أَوْ صَدْرِهِ حِنَّةٌ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ طَرْفُهُ حَتّٰى يَغْفِرَ اللهُ لَهُمَا مَا مَضَى مِنْ ذُنُوْبِهِمَا

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখলো এবং তার অন্তরে শত্রুতা না থাকে, তবে দৃষ্টি ফেরার পূর্বেই উভয়ের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৭০, হাদিস: ৬৬২৪)

সূচিপত্র

আত্তারের দোয়া:..........১
দরুদ শরীফের ফযিলত..........১
(১) সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত..........২
(২) হারামের মাধ্যমে গঠিত..........৩
(৩) মসজিদের প্রতি ভালোবাসা..........৩
(৪) দয়া করা হয় না..........৪
(৫) রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না..........৪
(৬) শয়তান থেকে হেফাযতের দোয়া..........৪
(৭) সারা বছর নিরাপদ..........৫
(৮) মসজিদে কুবাতে নামায..........৫
(৯) পেরেশানী দূর করার ব্যবস্থাপত্র..........৬
(১০) সত্য মুক্তি দেয়..........৭
(১১) উপার্জনের কষ্টের একটি কারণ..........৭
(১২) ঈমানের হাকিকত (সত্যতার) প্রাপ্য কে?..........৮
(১৩) আকাঙ্ক্ষার জিনিস খাওয়ানোর সাওয়াব..........৯
(১৪) ইলমের উপর যারা আমল করে না তাদের জন্য ধ্বংস..........৯
(১৫) সন্তানকে উত্তম লালন-পালনের সাওয়াব..........১০
(১৬) জালেমকে সাহায্য করার ক্ষতি..........১১
(১৭) ভালো বন্ধু কে?..........১১
(১৮) হেলান দিয়ে খাবার খাওয়া..........১২
(১৯) অন্যের জন্য হালাল নয়..........১৩
(২০) অন্ধদের জন্য সুসংবাদ..........১৩
(২১) প্রতিদিন পাঁচটি হজ্বের সাওয়াব..........১৪
(২২) انما بعثت معلما (আমাকে শিক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে)..........১৫
(২৩) ফরযের পর সবচেয়ে উত্তম আমল..........১৫

(২৪) হাত মিলানোর ক্ষেত্রে আগে অগ্রসর হওয়া ব্যক্তির সাওয়াব....................................১৫
(২৫) দোষারোপ করা...১৭
(২৬) নেককারদের আলোচনা করার ফযিলত..১৭
(২৭) কথা বলার আগে সালাম...১৮
(২৯) ঘুষের লেনদেন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ..১৮
(৩০) মুসলমানের সম্মান রক্ষা করার ফযিলত...১৯
(৩১) দরিদ্রতার রুহানী চিকিৎসা..২০
(৩২) ৭৫ হাজার ফেরেশতার ছাঁয়া...২০
(৩৩) কুরবানীর সাওয়াব...২১
(৩৪) নামাযীর কালেমা নসীব হলো..২১
(৩৫) মাগফিরাতের কারণ..২১
(৩৬) মা-বাবার পায়ের নিচে জান্নাত.. ২২
(৩৭) ভালো নিয়তের সাওয়াব.. ২২
(৩৮) আত্মীয়-স্বজনদের মানিয়ে রাখুন... ২২

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

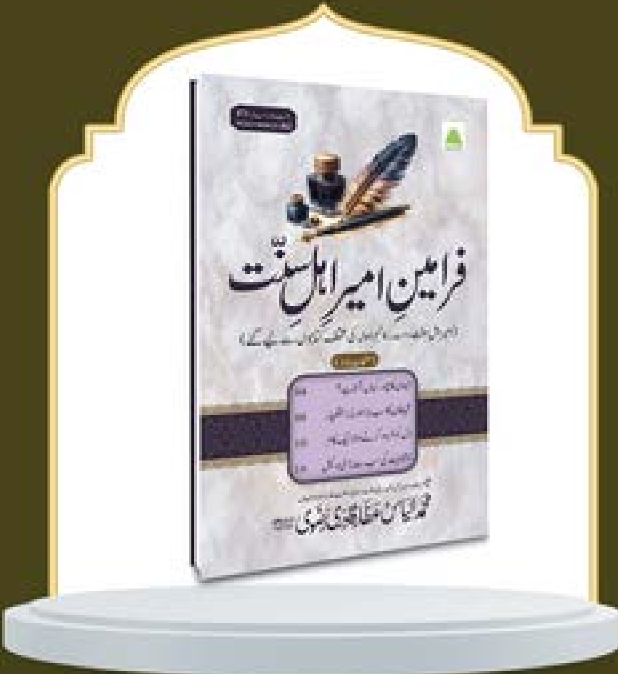

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৫৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৬৪৭৬১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net